মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ সিস্টেম এর হালনাগাদকরণের নিমিত্ত প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছবিসহ)।

আগস্ট/২০২৩

শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা ১০টি এবং নির্দেশনার সংখ্যা ৬০টি। উক্ত ১০টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে ২টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৮টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৬০টি নির্দেশনার মধ্যে ইতিমধ্যে ৩৫টি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২৫টি নির্দেশনা বতর্মানে বাস্তবায়নাধীন আছে।

বাস্তবায়নাধীন ৮টি প্রতিশ্রুতিরবাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
০১.	টাংগাইল শিল্প পার্ক স্থাপন। **(প্রতিশ্রুতি নং-১)** ৩০/৬/২০১২ খ্রি.	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য বিসিক শিল্পপার্ক টাঙ্গাইল শিরোনামে মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই মোমিননগর মৌজায় ৪৯.৩৫ একর জমি নিয়ে ১৬৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য গত ১৮-০৬-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয় এবং সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় ২৯৫.৭৫ কোটি টাকা। ২য় সংশোধন অনুযায়ী প্রকল্প ব্যয় ৩৪৫.৪৭ কোটি টাকা। মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত। পিইসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২৫ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়।	• ১ম সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত জায়গায় বিদ্যমান গাছপালা নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। বিক্রয়কৃত অর্থ বিসিক তহবিলে জমা দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের জমিতে অবস্থিত ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহ অপসারণ করা হয়েছে। • প্রকল্পটি ৩৪৫৪৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ১৯.০৬.২০২৩ তারিখ জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২য় সংশোধন প্রস্তাব মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পের সকল পূর্ত কাজের টেন্ডার আহবানের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কাজের টেন্ডার আহবানের জন্য বিজ্ঞাপন ২৯-০৮-২০২৩ তারিখ প্রকাশিত হয়েছে। • ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৩৫৬৭.৪৬ লক্ষ টাকা। • বর্তমানে সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় ৩৪৫৪৭.০০ লক্ষ টাকা বিধায় প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৬৮.৭৪% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৮.২২ %। প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী মাটি ভরাট করার পর প্রকল্পের স্থিরচিত্র	বিসিক

০২.	দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। পায়রা বন্দরের নিকট ড্রাইডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **(প্রতিশ্রুতি নং-২)** ২২/০২/২০১১ খ্রি.	• মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ছোট নিশানবাড়িয়া মৌজায় আধুনিক ও টেকসই পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য ১০৫.৫০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, বরগুনা বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে। • বরগুনায় সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণজাত শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য "Feasibility Study of Environment Friendly Ship Re-cycling Industry at Taltali Upazila in Barguna District” শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই এর অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করার জন্য গত ২৪/১১/২০২২ তারিখে Institute of Water Modeling (IWM) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।	**বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় পরিবেশ বান্ধব জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনঃ** বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য বিএসইসি এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Institute of Water Modeling (IWM) এর সহিত গত ২৪-১১-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে IWM কর্তৃক Inception Report প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিএসইসি কর্তৃক গঠিত কমিটি Inception Report মূল্যায়ন প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। IWM থেকে গত ১৭-০৫-২০২৩ তারিখে Survey কাজের উপর Interim Report পাওয়া গিয়েছে। Interim Report এর উপর গত ২৫-০৫-২০২৩ খ্রি. তারিখে IWM এর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় NAVY হতে Data সংগ্রহপূর্বক Interim Report পুনরায় দাখিল করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। IWM গত ১২-০৭-২০২৩ তারিখে Interim Report সংশোধন করে বিএসইসিতে দাখিল করেছে। সংশোধিত Interim Report এর উপর গত ২৬-০৭-২০২৩ তারিখে বিএসইসি’র সভাকক্ষে বিএসইসি এবং IWM এর উপস্থিতিতে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। IWM কর্তৃক খসড়া চুড়ান্ত প্রতিবেদন গত ২৯-০৮-২০২৩ তারিখে বিএসইসি’তে দাখিল করা হয়। খসড়া চুড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর গত ০৭-০৯-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বিএসইসি’র সভাকক্ষে বিএসইসি এবং IWM এর উপস্থিতিতে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় IWM কর্তৃক অতি দ্রুত চুড়ান্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন এবং আগামী অক্টোবর, ২০২৩ এর মধ্যে DPP দাখিল করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কার্যক্রম চলমান	বিএসইসি

০৩.	কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাঙ্গাবালি উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারাচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ। **(প্রতিশ্রুতি নং-৩)** ২৫/০২/২০১২ খ্রি.	• মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫ .০২.২০১২ তারিখ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত একজন সভায় 'কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে এবং নৌবাহিনীর সুপারিশের প্রেক্ষিতে পায়রা বন্দর এলাকাকে বাছাই করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে। • জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক , পটুয়াখালী বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জমির CS, RS, BS পর্চা ও জমির তথ্য জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী-এর কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ৩১.০১.১৯ তারিখে পাওয়া গেছে। • নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রস্তাবিত স্থানটি পরিদর্শনপূর্বক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিত ১০৫.০৫ একরের পরিবর্তে ১০০.০০ একর জমির অনাপত্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।	**পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনঃ** পটুয়াখালীতে একটি আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে Gentium Solution Pvt. Ltd. ও BSEC এর সংগে Joint Venture (JV) কোম্পানি গঠনের জন্য Gentium Solution Pvt. Ltd. কর্তৃক খসড়া Joint Venture Agreement (JVA) কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব করা হলে মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয় মহোদয় Validation/Consultation Workshop করার নির্দেশনা প্রদান করেন। নির্দেশনা অনুযায়ী গত ০৩-০৮-২০২৩ তারিখে একটি Validation/Consultation Workshop অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের বিশেষজ্ঞ মতামত হালনাগাদ করে একটি প্রতিবেদন Gentium Solutions Pte Ltd. বিএসইসিতে দাখিল করে। হালনাগাদকৃত ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট এবং বিএসইসি'র সাথে স্বাক্ষরের জন্য খসড়া Joint Venture Agreement (JVA) এর উপর গত ০৪-০৯-২০২৩ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসইসি এবং Gentium Solutions Pte Ltd এর উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	বিএসইসি
০৪.	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন। **(প্রতিশ্রুতি নং-৪)** ১৮/০২/২০১২ খ্রি.	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নের জমিটি দুই ফসলী হওয়ায় সন্দ্বীপ উপজেলা র অন্যত্র অধিগ্রহণ উপযোগী জমি পুনঃনির্ধারণের জন্য প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নিমিত্ত কমিটি গঠন করা হয়। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।	• প্রকল্পটির বিষয়ে ২১-০৩-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। • পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন করে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণের নিমিত্ত গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদল কর্তৃক প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত স্থানটি দুই ফসলি হওয়ায় একই উপজেলার নতুন জায়গা নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়। • সন্দ্বীপ উপজেলার অন্য কোন স্থানের অধিগ্রহণ উপযোগী জমি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পুনঃনির্ধারণের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সন্দ্বীপ উপজেলার মগধরা মৌজায় ১০.৩৩ একর জমি বরাদ্দের সম্মতি প্রদানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম হতে গত ২৭-০৮-২০২৩ তারিখে চিহ্নিত জমির আনুমানিক ব্যয় প্রাক্কলন ও জমি প্রাপ্তির প্রত্যয়ন পত্র পাওয়া গেছে। • ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে।	বিসিক

০৫.	সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্ক স্থাপন করা। **(প্রতিশ্রুতি নং-৬)** ০৯/০৪/২০১১ খ্রি.	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ শিরোনামে কালিয়া হরিপুর ও বনবাড়িয়া ইউনিয়নের মোরগ্রাম, টালটিয়া, পূর্ব মোহনপুর, ছাতিয়াল তলা, বনবাড়িয়া ৫টি মৌজায় ৪০০ একর জমি নিয়ে মোট ৭১৯.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩য় সংশোধিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। মেয়াদ: জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।	• প্রকল্পের আওতায় মাটি ভরাট কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে (লেভেলিং এর কাজ চলমান), বাউন্ডারি ওয়াল ৮৬%, লেক রিজার্ভার নির্মাণ কাজ ৫০%, অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ৯৮%, ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ ৮৫%, পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার (পাম্প হাউজসহ) নির্মাণ কাজ ৭৪%, ড্রেন নির্মাণ কাজ ৩৩%, পানির পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ ৯৬%, গভীর নলকূপ নির্মাণ কাজ ৭০%, রাস্তা নির্মাণ কাজ ৪২%, মেইন গেইট ৩৬% সম্পন্ন হয়েছে। • ইলেকট্রিক লাইন নির্মাণ কাজ- নেসকো কর্তৃক নিযুক্ত ঠিকাদার প্রকল্পের অভ্যন্তরে ইতোমধ্যে ৮০০ টি বিদ্যুতের খুটির মধ্যে প্রায় ৪৬৫টি খুঁটি স্থাপন করেছে। বিদ্যুৎ লাইন স্থাপনের জন্য নেসকো-কে সম্পূর্ণ (৫২.৭৮ কোটি) টাকা ডিপোজিট করা হয়েছে। • গ্যাস লাইন স্থাপনের জন্য উপকরণ সংগ্রহের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ডিআরএস ও হাই-প্রেসার পাইপলাইন নির্মাণের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান ও অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্কের ই -জিপি পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গ্যাস লাইন স্থাপনের জন্য সম্পূর্ণ (৭৫.৮৩ কোটি) টাকা পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিঃ বরাবর ডিপোজিট করা হয়েছে। • ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর (জুন ২০২৪ পর্যন্ত) বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়ে ২৫-০৬-২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। • প্রকল্পে ড্রেন ও লেক নির্মাণ কাজের ঠিকাদারের চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। ড্রেন নির্মাণ কাজের পুন:দরপত্র আহবান শেষে মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫২২.৭৯ কোটি টাকা। ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতির হার ৭২.৪৯% ও ভৌত অগ্রগতির হার ৮৪%। অফিস ভবন রাস্তা নির্মাণ ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ মেইন গেইট নির্মাণ	বিসিক

			 বাউন্ডারী ওয়াল (River Protection) বিদ্যুতের খুঁটি স্থাপন অংশের নির্মাণ কাজ পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার ও পাম্প হাউজ নির্মাণ	
০৬.	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বন্ধ পাটকলগুলো পুনরায় চালুকরণ এবং বিসিআইসি'র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ। **(প্রতিশ্রুতি নং-৭)** ০৫/৩/২০১১ খ্রি.	**(১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি.:** বন্ধ ঘোষিত খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. এর অব্যবহৃত ৫০ একর জমি নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোঃ লি. (নওপাজেকো)-এর নিকট বিক্রির সিদ্ধান্ত হয় । এ বিষয়ে ১১-১২-২০১৮ তারিখে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অনুকূলে ২৫৪.৪২ কোটি (দুইশত চুয়ান্ন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ) কোটি টাকার চেক হস্তান্তর পরবর্তীতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। নওপাজেকো জমি ও স্থাপনার সমুদয় ৫৮৬.৫২ কোটি টাকার মধ্যে অবশিষ্ট অর্থ ২০১৯ -২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ করবে। সমুদয় অর্থ পরিশোধের পরে ৫০ একর জমি নওপাজেকো'র অনুকূলে সাফ কবলা মূলে রেজিষ্ট্রেশন সম্পাদন করা হবে। উল্লেখ্য, নওপাজেকো এর নিকট বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট থাকবে (৮৭.৬১-৫০.০০) = ৩৭.৬১ একর জমি। **(২) <u>দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস</u> :** মেসার্স ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. এর বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বেসরকারি মালিকানাধীন ৭০ শতাংশ শেয়ার একটি অডিট ফার্মের মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করে ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধ করে সরকারের অনুকূলে নেয়া অথবা	**(১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি.:** ● কেএনএমএল এবং নর্থ ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (নওপাজেকো) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক মোট ৫৮৬.৫২ কোটি টাকা পরিশোধ করার কথা থাকলেও নওপাজেকো ২৫৪.৪২ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। ● অবশিষ্ট ৩৩২.১০ কোটি (তিনশত বত্রিশ কোটি দশ লক্ষ) টাকা পরিশোধের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একাধিকবার পত্র প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া অর্থ পরিশোধের জন্য কেএনএম থেকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নওপাজেকো বরাবর প্রতিনিয়ত তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে। সর্বশেষ ১৫-০৫-২০২৩খ্রি. তারিখে সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ বরাবর অর্থ পরিশোধের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ● নওপাজেকো-এর নিকট বিক্রির পর খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. এর অবশিষ্ট ৩৭.৬১ একর জমি এবং হার্ডবোর্ড মিলের ৯.৯৬ একর জমি একীভূত করে জমির পরিমাণ হয় ৪৭.৬১১=(৩৭.৬৫১+৯.৯৬) একর। উক্ত জমিতে নতুন নিম্নোক্ত ৩টি কারখানা নির্মাণের লক্ষ্যে Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ 1.Integrated Paper Mill or 2. Starch Factory or 3. API Complex সম্ভাব্যতা সমীক্ষার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে WASO Engineers & Consultants (BD) Ltd. এর সাথে গত ০৪-১২-২০২২খ্রি. তারিখে Contract Agreement স্বাক্ষরিত হয়। আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা ১৩/০৭/২০২৩খ্রি. পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় ও চুক্তি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেছে। আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন গঠিত কারিগরি কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানসহ বিসিআইসি'র বোর্ডে উপস্থাপনপূর্বক চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	বিসিআইসি

		অনুরূপ মূল্যের ভিত্তিতে সরকারি মালিকানাধীন ৩০ শতাংশ শেয়ার ৭০ শতাংশ শেয়ারধারী বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারগণের অনুকূলে হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাহার করার বিষয়ে শিল্পসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/০৩/২০১৮ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। •উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে বর্ণিত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা গ্রহণের পরিবর্তে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিএর সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামত সম্বলিত পত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশনা পাওয়া গেছে। • নির্দেশনা মতে গত ০৯/০৮/২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একটি পত্র প্রেরণ করা হলেপ্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে : (ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর দায়-দেনা ও শেয়ারের বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দিয়ে অডিট করাতে হবে; (খ) এ ছাড়া জমি এবং ব্যাংকের ঋণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পুনরায় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় 'ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.' এর মালিকানাধীন খুলনা ইউনিট 'দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস্'এবং ঢাকা ইউনিট 'ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি'এর দায়-দেনা নিরূপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবংবাজার মূল্য নির্ধারনের জন্য জেলা প্রশাসক ঢাকা, খুলনা ও বিসিআইসি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	**<u>(২) দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস :</u>** ঢাকার শ্যামপুরস্থ "ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি" (জমির পরিমাণ ১৩.৭৮ একর) এবং খুলনার রূপসাস্থ "দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস" (জমির পরিমাণ ১৭.৮০ একর) এর সমন্বয়ে ঢাকা ম্যাচ কোম্পানি লি. গঠিত। অর্থাৎ ঢাকা ম্যাচ কোম্পানি লি. এর দু'টি শিল্প ইউনিটের একটি শিল্প ইউনিট হলো "দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস"। ঢাকা ম্যাচ কোম্পানি লি. এ সরকারের ৩০% শেয়ার এবং বেসরকারি মালিকানায় (ভাইয়া গ্রুপ) ৭০% শেয়ার রয়েছে। দু'টি ইউনিট-ই বর্তমানে বন্ধ রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রনে রয়েছে। বেসরকারি মালিকানাধীন ৭০% শেয়ার সরকারি নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ অথবা সরকারি মালিকানাধীন ৩০% শেয়ার বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট হস্তান্তরের বিষয়টি সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২খ্রি. তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব (জাহাজ পুন: প্রক্রিয়া, বিরা, বেখা ও বিআইএম) মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি: (ঢাকায় অবস্থিত 'ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরী ' ও খুলনায় অবস্থিত 'দাদা ম্যাচ ওয়াকর্স ' এর সমন্বয়ে গঠিত) এর বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ "(ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ এর ঢাকা ও খুলনাস্থ জমি দু'টির বর্তমান বাজার দর হালনাগাদ দায়-দেনা/ব্যাংক ঋণ, এ কোম্পানি/ প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত মামলাসমূহের সর্বশেষ অবস্থা কোম্পানি চলমান অবস্থায় সর্বশেষ অডিট রির্পোট এবং এর বর্তমান অডিট রির্পোট অতি দুত সংগ্রহ করতে হবে। (খ) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাষ্ট্রিজ কোং লিঃ এর বেসরকারি শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক দাখিলকৃত ফিজিবিলিটি রিপোর্ট সংক্রান্ত বিষয়টি দুত নিষ্পত্তির স্বার্থে বেসরকারি শেয়ার হোল্ডার কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পদ্বয় জয়েন্ট ভেঞ্চারে বাস্তবায়ন ও প্রকল্পদ্বয় অনুমোদনে এ মন্ত্রণালয় নীতিগত ভাবে সম্মত কিনা সে বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ-কে জানানো যেতে পারে। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার "ক" সিদ্ধান্তের আলোকে বিসিআইসি কর্তৃক ইতোমধ্যে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ (ঢাকায় অবস্থিত 'ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরী' ও খুলনায় অবস্থিত 'দাদা ম্যাচ ওয়াকর্স' এর সমন্বয়ে গঠিত), অগ্রনী ব্যাংক লিঃ, সাব-রেজিস্ট্রার রুপসা, সাব-রেজিস্ট্রার খুলনা, সাব-রেজিস্ট্রার শ্যামপুর, ঢাকা হতে প্রাপ্ত তথ্য ও ডকুমেন্ট অনুযায়ী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	

০৭.	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্পপার্ক স্থাপন। **(প্রতিশ্রুতি নং-৮)** ২৯/১২/২০১০ খ্রি.	▪ উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্পপার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক-কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কিনা সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা জন্য চাওয়া হয়েছে এবং উক্ত কার্যালয় হতে যে নির্দেশনা প্রদান করা হবে সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ।	● বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর কাজের অগ্রগতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে গত ১৩/০১/২০১৬ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, "মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমি এবং পরবর্তীতে আরও জমি জেগে ওঠলে তা বেজা ছাড়া অন্য কাউকে বরাদ্দ দেওয়া যাবে না"। ● উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্পপার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক-কে জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কিনা সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা চেয়ে গত ২৩-০৪-২০১৯ ও ২৯-০৫-২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ৩০-০৫-২০১৯ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উক্ত জমির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বেজার প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-কে যৌথভাবে সরেজমিনে পরিদর্শন করে ০৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত সচিব (বিসিক)-কে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। ● উক্ত কমিটি গত ২২/০৭/২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে।	বিসিক
০৮.	ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন। **(প্রতিশ্রুতি নং-১০)** ২৯/০৩/২০১৮খ্রি	● মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রথমে ১৫ একর জমি পরবর্তী ৫০ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মোট প্রকল্প ব্যয় ৯৮৬১.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়নের মেয়াদ** জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৪ পর্যন্ত।	● ২০২১-২২ অর্থবছরে জমিগ্রহণ বাবদ ৪৭০৭.৬৯ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাও বরাবর হস্তান্তর করা হয়। ● ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ০৯-০৭-২০২৩ তারিখ জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। ● নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি, ঠাকুরগাঁও হতে প্রকল্পের বিদ্যুৎ সংযোগের সম্মতিসহ ব্যয় প্রাক্কলন সংগ্রহ করা হয়েছে। ● ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপনের লক্ষ্যে ব্যয় প্রাক্কলনসহ অনুমোদনের জন্য ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে গত ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখ সরেজমিন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। ● প্রকল্পের অফিস ভাড়া, গাড়ি ভাড়া, আউট সোর্সিং ফার্ম নিয়োগ, অফিস সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। ● কনসালটেন্ট ফার্ম নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ● প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৭.৪৫ কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৪৮%।	বিসিক

বাস্তবায়নাধীন ২৫টি নির্দেশনাসমূহ

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
০১.	ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। **(নির্দেশনা নং-১)** ০৬/৯/২০১৬ খ্রি.	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বেজার জমিতে জামালপুর ও নীলফামারী জেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল হতে ৫০ একর জমিতে শিল্পনগরী স্থাপনের নিমিত্ত 'জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণের প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। ▪ দেশব্যাপী বিভিন্ন এলাকায় বিসিকের নতুন শিল্প নগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষ অর্থনৈতিক জোন হতে প্লট কিনে বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বগুড়া, নীলফামারী, যশোর, শরীয়তপুরের জাজিরা, চট্টগ্রামের মিরসরাই বেজা হতে বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার জন্য জমি চাওয়া হয়েছে। ▪ যে সব এলাকায় বেজার কর্মকান্ড নেই বা বেজা থেকে জমি পাওয়া যাচ্ছে না সে সব এলাকায় বিসিকের শিল্পপার্ক স্থাপনের নিমিত্ত বেজা বাদে অন্যত্র জমি অধিগ্রহণে বেজার অনাপত্তিপত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। ▪ উল্লেখ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেজার অনাপত্তিপত্র পেতে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা দেয়।	বিসিক
০২.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। **(নির্দেশনা নং-২)** ১১/৫/২০১৬ খ্রি.	মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক 'বিসিক মধুপুর শিল্প পার্ক (আনারসসহ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ), টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে। **বাস্তবায়নের মেয়াদ**: জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।	▪ ০৩-১০-২০১৯ তারিখে পিইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে মধুপুর উপজেলায় মতবিনিময় সভার অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভার সুপারিশ অনুযায়ী স্থানীয় উদ্যোক্তাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিসিকের নিজস্ব জায়গা মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহের পরিবর্তে বিকল্প হিসেবে মধুপুর, টাঙ্গাইলে জায়গা নির্বাচনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথমে মধুপুর উপজেলার বেরিবাইদ মৌজায় এবং পরবর্তিতে মধুপুর উপজেলার গারোবাজার সংলগ্ন মহিষমারা মৌজায় জায়গা নির্বাচন করা হলেও বন বিভাগের আপত্তির জন্য জায়গা পাওয়া যায়নি। ▪ এ পরিপ্রেক্ষিতে পরে বিসিক মধুপুর উপজেলার মধুপুর পৌরসভা সংলগ্ন আলোকদিয়া ইউনিয়নের আশুরা-সীতারাম-কালামাঝি মৌজার ৫০ একর জমির সম্মতিপ্রদানসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও উক্ত জমি দুই/তিন ফসলি হওয়ায় সম্মতি পাওয়া যায়নি। বর্তমানে, নতুন করে জমি নির্বাচনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ▪ নতুন জায়গার সম্মতি পাওয়া ও ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন সাপেক্ষে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হবে।	বিসিক

০৩.	নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে **(নির্দেশনা নং-৩)** ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	**বিসিআইসি :** • বিসিআইসি'র সকল কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়াও বাস্তবায়নাধীন জিপিইউএফপি, পলাশ - আধুনিক ইটিপি অন্তর্ভূক্ত আছে। **বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন** • বিএসএফআইসির আওতাধীন '১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। • প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৮১৮৪.৩৫ লক্ষ টাকা। • ১৪ টি চিনিকলে ইটিপি স্থাপনের নিমিত্ত উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচন করে ১৬-০২-২০২০ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।	**বিসিআইসি :** অন্যান্য কারখানায় ১০০% বাস্তবায়ন হয়েছে। GHORASAL POLASH UREA FERTILIZER PROJECT (GPUFP) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৮% অর্জিত হয়েছে। **বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন** • ১১টি চিনিকলের ইটিপি স্থাপন কাজ ৩০-০৬-২০২৩ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। • ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় ৮০২৯.১০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.১০% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%। '১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প	বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসএফআইসি

		বিসিক : ▪ নতুনভাবে স্থাপিত শিল্পনগরীসমূহে শিল্প উদ্যোক্তাগণ কারখানার চাহিদা মোতাবেক নিজস্ব অর্থায়নে বরাদ্দকৃত প্লটে ইটিপি স্থাপন করবেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। শিল্প কারখানার উদ্যোক্তাদের লে-আউট প্ল্যানে ইটিপি স্থাপনের প্রয়োজনীয় জায়গা রেখে লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন দেয়ার জন্য আঞ্চলিক পরিচালকদের অবহিত করা হয়েছে। ▪ বিসিক শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত লাল ও কমলা শিল্প কারখানাসমূহে ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক। বিসিকের সকল জেলা কার্যালয় ও শিল্পনগরীর আওতাধীন লাল ও কমলা শিল্প কারখানাসমূহের ইটিপি স্থাপন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	**বিসিক :** ● বিসিকের ৮০ টি শিল্পনগরীসমূহে স্থাপনযোগ্য তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প ইউনিটের সংখ্যা-১৯১ টি, ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে ১৫৫টি, চালু আছে ১৪৭টি, বন্ধ আছে ০৮ টি, ইটিপি নির্মাণাধীন ০৭ টি । ● অবশিষ্ট ২৯ টি ইটিপি স্থাপনের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়কে বন্ধ ইটিপি চালু, ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা ও নির্মাণাধীন ইটিপির নির্মাণ কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইটিপি স্থাপন করেনি এমন ২৯ টি শিল্প ইউনিটের তথ্য নিম্নরূপ: ● কারখানা বন্ধ-০৭ টি (টংগী-০৪, কাঁচপুর-০১,সিরাজগঞ্জ-০১, খুলনা-০১) ● ডাইং সেকশন বন্ধ-০২টি (কোনাবাড়ি-০১, কিশোরগঞ্জ-০১) ● কারখানা নির্মাণাধীন- ০১টি (টংগী-০১) ● বাতিল করা হয়েছে-০১টি (টংগী-০১) ● সময় চেয়ে আবেদন-০৬ টি (নাটোর- ০৪, ময়মনসিংহ-০১, টংগী-০১) ● জায়গার স্বল্পতা-০৫টি (খাদিমনগর, সিলেট-০৫) ● উৎপাদন শুরু করেননি -০১টি (নোয়াখালী-০১) ● বিবিধ-০৬ টি । ময়মনসিংহ-৩, কালুরঘাট (পুরাতন)-০১, কক্সবাজার-০১, কুমিল্লা-০১ ● মালিকানা হস্তান্তর এবং নতুন শিল্প প্লট বরাদ্দের মাধ্যমে স্থাপিত কারখানাগুলো ইটিপি স্থাপনযোগ্য হলে নিজ উদ্যোগ ও খরচে ইটিপি স্থাপনের শর্তে অনুমোদন দেয়া হয়। ● যেসকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ইটিপি স্থাপন করেনি এবং যেসকল শিল্প ইটিপি বন্ধ রেখে পরিবেশ দূষণ করছে সেসকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ● ইটিপি স্থাপনযোগ্য যে সকল প্রতিষ্ঠান ইটিপি স্থাপন করেননি সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে দ্রুত ইটিপি নির্মাণের জন্য বিসিকের স্থানীয় কার্যালয় হতে নিয়মিত তাগিদপত্র দেয়া হচ্ছে।	
০৪.	নগরায়নে মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেলা উপজেলায় শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ধারণ, শিল্প বর্জ্য নিষ্ক্রান্তের পরিকল্পনা এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে শিল্প গড়ে তুলতে হবে। **(নির্দেশনা নং-৪)** ২৪/৮/২০১৪খ্রি.	নগরায়নের মাস্টার প্ল্যানে শিল্প স্থাপনের উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে বিসিক চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষরে টিওআরসহ পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ টি জেলা (ঢাকা, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৌলভীবাজার, মাদারিপুর, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, যশোর, পিরোজপুর, মাগুরা, নাড়াইল, ঝিনাইদহ কক্সবাজার) হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে।	▪ সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বিসিকের রূপকল্প এবং লক্ষ্যকে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সাথে সমান্তরালে রেখে মৌলিক, যুগোপযোগী, বাস্তবসম্মত এবং ফলপ্রসূ ১৩ (তেরো) টি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিসহ একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পরে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধন কাজ চলমান আছে। ▪ ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম কর্মসূচি হলো-'সারাদেশব্যাপী ১০০টি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্ক স্থাপন'। ▪ এ কর্মসূচির আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০,০০০ হাজার একর জমিতে ১০০টি শিল্প পার্ক নির্মাণের মাধ্যমে ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। ▪ ১০০টি প্রকল্পের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে ১১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	সকল দপ্তর/সংস্থা

০৫.	শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানি সাশ্রয়ী সার কারখানা নির্মাণ করতে হবে। পলাশ ও ঘোড়াশাল সার কারখানায় পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে। **(নির্দেশনা নং-৫)** ২৪/৮/২০১৪খ্রি.	**ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্পঃ** ইউএফএফএল ও পিইউএফএফএল এর প্রতি টন ইউরিয়া উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার, ডাউন টাইম (কারিগরি) এবং রক্ষণাবেক্ষণ পুনরাবৃত্তির হার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পিইউএফএফএল এর খালি জায়গায় দৈনিক ২৮০০ মে. টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন আধুনিক সার কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ বিসিআইসি কর্তৃক গ্রহণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ০৯-১০-২০১৮ তারিখে 'ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পটি ECNEC সভায় অনুমোদিত হয়। **বাস্তবায়ন কাল :** বর্তমানে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। বরাদ্দ: (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) ১৫৫০০২০.৯০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৪৫৮০২০.৯০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক ঋণ: ১০৯২০০০.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয়: ১১০৯৯৭৫.৬৮ লক্ষ টাকা (জিওবি: ১৬৫৫৩৫.৬৩ লক্ষ টাকা বৈদেশিক ঋণ: ৯৪৪৪৪০.০৫ লক্ষ টাকা)। প্রকল্পের মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।	• প্রকল্পের প্রি-কমিশনিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** আর্থিক অগ্রগতি: ১১২৬৪১৬.৩০ লক্ষ টাকা (৭২.৬৭%) • বাস্তব অগ্রগতি: ৮০.৬৬% ২১ এপ্রিল২০২২খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ক ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প সাইট	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি বাস্তবায়নাধীন

০৬.	বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিতে হবে এবং শিল্প নগরী উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান রাখতে হবে। **(নির্দেশনা নং-৬)** ২৪/৮/২০১৪খ্রি.	• বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে পুন:বরাদ্দযোগ্য শিল্প প্লটের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। • শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।	▪ ১০০৩ টি খালি শিল্প প্লট বরাদ্দের জন্য গত ০৬-০৩-২০২৩ খ্রি. তারিখ জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক, যুগান্তর পত্রিকায় এবং Dhaka Tribune এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ▪ আগস্ট ২০২৩ এ ১৫টি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ▪ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২৭টি শিল্পপ্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ▪ বিসিক শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দ নিয়ে যারা শিল্প স্থাপন করছেন না জেলা প্লট বরাদ্দ কমিটির মাধ্যমে তাদের প্লট বাতিল করে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। মার্চ/ ২০২২ হতে জুলাই/২০২৩ পর্যন্ত ৮৬টি শিল্প প্লট এলএসির মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে আপীল আবেদন/আপীলের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন/রিভিউ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	বিসিক
০৭.	দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রতি বিভাগে ১টি করে ৭টি বিভাগে বিটাকের মহিলা হোস্টেলসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। **(নির্দেশনা নং-৭)** ২৪/৮/২০১৪	**<u>বিটাক</u>** (ক) বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক "বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রের ১০ তলা বিশিষ্ট মোট ৩ টি নারী হোস্টেল স্থাপন "(২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে। (খ) বিটাক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "হাতে কলমে মহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কাযক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন (ফেজ-২)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ: অক্টোবর ২০২০ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। (গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বিটাক কর্তৃক অক্টোবর, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে মোট ১১৩২৬১.০৫ লক্ষ টাকা ব্যায়ে 'গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, জামালপুর ও যশোর জেলায় বিটাকের ৬ টি কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৫/০১/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং গত ১৫/০৩/২০২২ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।	**<u>বিসিআইসি:</u>** • দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে সংস্থা এবং সংস্থাধীন কারখানাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে বিআইএম, এনএপিডি, আরপিএটিসি, সিপিটিইউ সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বছরব্যাপী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রেরণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। • ঘোড়াশাল, নরসিংদিতে স্থাপিত বিসিআইসি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান "ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (টিআইসিআই)" সংস্থার বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শ্রমিকদের নিয়মিত ভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্বল্প মেয়াদী বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। **বিটাক :** (ক) বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক "বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রের নারী হোস্টেল স্থাপন " (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। (খ) "হাতে কলমে মহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন (ফেজ-২)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। • প্রকল্পের শুরু থেকে আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক ২৮.৪৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৩.৫৮%। • প্রকল্পের শুরু হতে আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১৫৩৬ জন নারী ও ১৩৮৩ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীসহ মোট ২৯১৯ জনকে বিভিন্ন কারিগরি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • প্রকল্পের শুরু হতে আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১১২৫ জন নারী ও ৭১১ জন পুরুষসহ মোট ১৮৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। (গ) "গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, জামালপুর ও যশোর জেলায় বিটাকের ৬ টি কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প। • আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৪.০৯% ও ভৌত অগ্রগতি ১৩.৩৬% • প্রকল্পের অনুকূলে ইতোমধ্যে গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ও বরিশালের রংপুর ও জামালপুর কেন্দ্রের নির্ধারিত জমির হস্তান্তর ও দখল বুঝিয়ে পাওয়া গেছে। যশোর কেন্দ্রের জমির হস্তান্তর ও দখল বুঝিয়ে দেয়ার কাজটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।	বিসিআইসি/ বিটাক/বিআইএম

		<u>বিআইএম</u> ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কে শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মোট প্রকল্প ব্যয় ১৪৭৮৬.০৭ লক্ষ টাকা **বাস্তবায়ন মেয়াদ**: এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। **<u>এসএমই ফাউন্ডেশন:</u>** ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে এসএমই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সহজ শর্তে সিঙ্গেল ডিজিট সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ , উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার ও প্রসারে বাজার সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে মেলা আয়োজন ও অংশগ্রহণ , উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি, এসএমই বিষয়ে গবেষণা প্রণয়ন , অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে পরামর্শ সেবা প্রদানসহ ইত্যাদি বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা। মেয়াদ: ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত।	• প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর ও জামালপুর কেন্দ্রের পূর্ত কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক শুরু হয়েছে। যশোর কেন্দ্রের টেন্ডার কারিগরি অনুমদনের জন্য সার্কেল অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে। **বিটাকের (চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া) নারী হোস্টেল** **<u>বিআইএম :</u>** **<u>বিআইএম-কে শক্তিশালীকরণ প্রকল্পঃ</u>** • আধুনিক ট্রেনিং কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে ১২তলা ভবনের ০২টি বেইজমেন্ট এবং ১০ম তলার ছাদ ঢালাইসহ অভ্যন্তরীণ দেয়ালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং রুফ টপ ফ্লোরে জল ছাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। • স্কিন ওয়াল প্লাস্টারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। • থাই গ্লাসের কাজ ও টাইলসের কাজ চলমান রয়েছে। • গণপূর্ত (ইলেকট্রিক ও মেইনটেনেন্স) এর কাজ চলমান রয়েছে। • প্রকল্পের মোট বরাদ্দঃ ১৫,৫৮৬.১৫ লক্ষ টাকা। এ যাবৎ ব্যয়ঃ ১০,৩২৪.০৫ লক্ষ টাকা। • ভৌত অবকাঠামো: ৭০.০৪% আর্থিক: ৬৬.২৫%। **বিভাগীয় পর্যায়ে বিআইএম-এর বিকেন্দ্রীকরণঃ** • আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে ৫টি বিভাগে সফর করে সম্ভাব্য স্থান নির্বাচন, অংশীজনের অংশগ্রহণে সমন্বয় সভা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ ও প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। • পরিকল্পনা কমিশন হতে তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই করা বাধ্যবাধকতা থাকায় প্রকল্প প্রস্তাবনা কার্যক্রম চলমান আছে। **<u>এসএমই ফাউন্ডেশন:</u>** • উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ : ১০টি; প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তা-২৪৭ জন। • নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি: ০৪টি; মোট অংশগ্রহণকারী ১৩৩ জন। • প্রযুক্তি উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি: ০১টি; মোট অংশগ্রহণকারী ১৪০ জন এসএমই উদ্যোক্তা। • আইসিটি বিষয়ক কর্মসূচী ০২টি; মোট অংশগ্রহণকারী ৯১ জন • অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে মোট ৯৭ জন উদ্যোক্তা পরামর্শ সেবা গ্রহণ করেছেন। • আগস্ট ২০২৩ মাসে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১০ টি প্রশিক্ষণের আওতায় ২৪৭ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সার্বিকভাবে ৭০৮ জন উদ্যোক্তা ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কর্মসূচী দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।	
৮.	রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের	**১। কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. (কেপিএমএল)**	**১। কর্ণফুলি পেপার মিলস লি(কেপিএম):**	

<table>
<tr>
<td></td>
<td>অব্যবহৃত জমি বন্ধ ও বন্ধ প্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেশি বিদেশী বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করে বিনিয়োগের নিমিত্ত শিল্প পার্ক তৈরি করতে হবে।

(নির্দেশনা নং-৮)
২৪/৮/২০১৪ খ্রি.</td>
<td>● কেপিএমলিঃ কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য গুণগতমান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে (QCBS) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান WASO Engineers & Consultants (BD) Ltd-এর সাথে গত ০২-০৮-২০২২ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। গত ১১-০৮-২০২২ তারিখ থেকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করেছে।

২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি (সিসিসি)

চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি . (সিসিসি) প্রাঙ্গনে বিসিআইসি ’র মালিকানায় ‘বাংলাদেশ গ্লাস ফ্যাক্টরি স্থাপন ‘নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল: জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত।</td>
<td>• কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. এর স্থলে নিম্নোক্ত নতুন ৫টি কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ
(ক) Integrated Paper Mill with Forestation
(খ) Soda Ash (Na2CO3) with Baking Soda (NaHCO3) Plant.
(গ) Sodium Sulphate (Na2SO4) Plant
(ঘ) Other Chemical Plant
<table>
<tr><td>i. Caustic Soda (NaOH)</td><td>ii. Detergent with LABSA (Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid)</td><td>iii. Chlorine (Cl_2)</td><td>iv. Hydrogen Peroxide (H_2O_2)</td></tr>
<tr><td>v. Bleaching Earth {$Al_2 Si_4 O_{10}(OH)_2$}</td><td>vi. Titanium Di-oxide (TiO_2)</td><td>vii. Hydrochloric Acid (HCl)</td><td>viii. Sulphuric Acid (H_2SO_4) etc.</td></tr>
</table>
(ঙ) Synthetic Polyester Fiber Plant.

এ লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান WASO Engineers & Consultants (BD) Ltd-এর সাথে গত ০২/০৮/২০২২খ্রি. তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। পরবর্তীতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা গত ৩০/০৬/২০২৩খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গত ০২/০৭/২০২৩ খ্রি. তারিখে আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেছে। আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন পরিকল্পনা বিভাগ এবং গঠিত কারিগরি কমিটির মূল্যায়ন ও সুপারিশের আলোকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি (সিসিসি) :
“চট্রগ্রামের বাড়বকুন্ডে অবস্থিত Chittagong Chemical Complex এর স্থলে নিম্নোক্ত নতুন কারখানাসমূহ স্থাপনের লক্ষ্যে Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ
1. Chlor-Alkali & Chlorine related basic chemicals Plant.
2. Chlorine related Compound (PVC) & other related chemicals plant.

• এ লক্ষ্যে Expression of Interest (EoI) আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে গত ১৬-০৮-২০২২খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বিসিআইসি পরিচালনা পর্ষদ এর ১৯৩৬(২০২২/৩২) তম সভায় M/S Monenco Iran Consulting Engineers, Iran এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন দেয়া হয়। ০৯-০১-২০২৩খ্রি. তারিখ Contract Signing এর অনুরোধ জানিয়ে Monenco, Iran পত্র প্রেরণ করে। ২৬-০১-২০২৩খ্রি. তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়া যায়। বিসিআইসি বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বি ষয়টি আরো যা চাই-বাছাই ও পর্যালোচনা পূর্বক পরবর্তী উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১৪/০৮/২০২৩ তারিখে বিসিআইসি পরিচালনা পর্ষদ এর ১৯৯৭(২০২৩/৩৫)তম সভায় উত্থাপন করা হলে বোর্ড CPTU এর মতামত গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছে। CPTU এর মতামত গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সর্বশেষ বোর্ডে ১১/০৯/২০২৩ তারিখে পুনরায় উপস্থাপন করা হয়েছে। বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩। খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লি (কেএইচবিএমএল):</td>
<td>সকল দপ্তর/ সংস্থা</td>
</tr>
</table>

		৩। খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লি (কেএইচবিএমএল): বাস্তবায়নের মেয়াদ : ৩১-১২-২০২২খ্রি. মোট বরাদ্দ: ৬০০০.০০ লক্ষ	খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লি. (কেএইচবিএমএল) এর খালি জায়গায় বিসিআইসি’র স্ব-অর্থায়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল স্ট্রাকচার বাফার গোডাউন নির্মাণের লক্ষ্যে ২১-০১-২০২১ তারিখের কার্যাদেশ মোতাবেক মেসার্স সৃজনী উপদেষ্টা লি. কর্তৃক সার্ভে ও প্রিলিমিনারী মাস্টার প্লান তৈরির কাজ করা হয়েছে এবং সয়েল টেস্টের কাজ শেষ হয়েছে। ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে মেসার্স সৃজনী উপদেষ্টা লি: গত ১৫-০৩-২০২৩খ্রি. তারিখে সংশোধিত ড্রইং ডিজাইন দাখিল করে। সে প্রেক্ষিতে ১৮-০৭-২০২৩ তারিখে কমিটি কর্তৃক সংশোধিত প্ল্যান এর পরবর্তী প্রক্রিয়া Structural Drawing প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।	
		৪। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লি (সিসিসিএল) . সৌদি আরবের Engineering Dimension International Investment (EDII) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি . (সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্লিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপনের লক্ষ্যে গত ১৭/১০/২০১৮ তারিখে EDII এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০/১২/২০১৮ তারিখে EDII এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়।	**৪। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি (সিসিসিএল) :** • Engineering Dimension International Investment LLC (EDII) এর সাথে গত ২৯-০৬-২০২০খ্রি. তারিখে জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে গত ১৩ মার্চ ২০২৩খ্রি. তারিখে EDII, বিসিআইসি ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে EDII এর পক্ষ থেকে পুরো SBICCL সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। প্রস্তাব অনুযায়ী বিসিআইসি কর্তৃক প্রদেয় জমির মূল্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে নির্ধারণপূর্বক কোম্পানিতে বিসিআইসির অংশীদারিত্ব পুনঃনিধারিত হবে বিষয়ে মতামত জানানো হয়। • গত ০৭-০৬-২০২৩ তারিখে সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে বিসিআইসি, বিএসইসি এবং বিএসএফআইসি এর সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে EDII এর বিনিয়োগের উপর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিদ্যমান ৪০ ফুট করিডোরের মাঝ বরাবর রোপওয়ে নির্মাণের যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বিসিআইসি তা পুনর্বিবেচনা করবে এবং SBICCL-এর জন্য LBC (Long Belt Conveyer) এবং CCCL-এর জন্য রোপওয়ে পাশাপাশি নির্মাণের ব্যাপারে একটি যথাযথ সমাধানে আসবে। **ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি**	
		৫। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল): • ঢাকা লেদার কো. লি. এর জায়গাটি বিসিআইসি’র নামে নিবন্ধিত নয় বলে পিপিপি মডেলে/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোক্তারা অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর প্রেরিত ০৪-১০-২০১৮ তারিখের পত্রে উল্লিখিত জমি ডিএলসিএল এর অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত জমিতে একটি আধুনিক লেদার ইন্সটিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।	**৫। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল):** ডিএলসিএল এর ১৮.০০ (আঠারো) একর জায়গায় একটি ওভেন পলিপ্রোপাইলিন (ডব্লিউপিপি) ব্যাগ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৯/০৫/২০২৩খ্রি. তারিখে Expression of Interest(EoI) এবং RFP প্রস্তুতের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। খসড়া ToR প্রস্তুত করা হয়েছে। কমিটির কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা হবে।	

		৬| উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি : ● নিমতলী দুর্ঘটনা ও চুড়িহাট্টা দুর্ঘটনার মত ভবিষ্যতে যে কোন দুর্ঘটনা রোধকল্পে পুরাতন ঢাকায় বিদ্যমান সকল রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম জুরুরিভিত্তিতে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় / বিভাগ ও সংস্থা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে| (সময়: ৩০-০৪-২০১৯) ● অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ৩০-০৪-২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। **বাস্তবায়ন কাল** : মার্চ ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২খ্রি. **বরাদ্দ:** ৭১৪৪.১৮ লক্ষ টাকা **ব্যয়:** ৫৩৭৯.৫১ লক্ষ টাকা	**৬| উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি :** প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে শেষ হয়েছে। প্রকল্পটি ০৪ জুন ২০২৩ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি : আর্থিক অগ্রগতি: ৫৩৭৯.৫১ লক্ষ টাকা (৭৫.৩০%) বাস্তব অগ্রগতি: ১০০.০০% অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের স্থিরচিত্র।	

০৯.	কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে **(নির্দেশনা নং-৯)** ২৪/৮/২০১৪খ্রি.	• সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কপি রাইট অফিস এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট , ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে একীভূত করে সমন্বিত আইপি অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে সভা হয়। বিষয়টির ধারাবাহিকতায় অটোমেশনের কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার লক্ষে ডিপিডিটি হতে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।	**ডিপিডিটি:** • মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিত্বে ০৪-০৮-২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (ক) একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং এক্ষেত্রে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এবং কপিরাইট অফিসের কার্যক্রমকে একীভূত করে পৃথক কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়বে না এবং নতুন করে আইন প্রণয়নেরও প্রয়োজন পড়বে না। (খ) দু'টি সংস্থার সফটওয়্যার এবং ডেটাবেজ সমন্বয়ের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। ডিপিডিটির সফটওয়্যারে কপিরাইট অফিস থেকে ব্যবহার করা গেলেও কপিরাইট অফিস এখনো প্রস্তুত নয় বিধায় তাদের সফটওয়্যারে ডিপিডিটির অফিস থেকে ব্যবহার করা যাচ্ছেনা। • পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের নির্মিতব্য ভবনের জন্য নির্ধারিত জমির বিষয়ে মহামান্য উচ্চ আদালতে মামলা চলমান থাকায় নির্মান কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ডিপিডিটির জমির বিষয়ে চলমান মামলা দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে মামলা মোকাবেলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **এসএমই ফাউন্ডেশন:** এনপিও ভবন বিষয়ক মামলার শুনানী কার্যক্রম গত ০৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। মামলাটি রায়ের জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে।	ডিপিডিটি
১০.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থায় মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে। **(নির্দেশনা নং-১০)** ২৪/৮/২০১৪খ্রি.	**বিএসটিআই :** • শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থবিভাগের অনুমোদনক্রমে বিএসটিআই'র কারিগরী ক্যাটাগরির ১০ম ও ১১তম গ্রেডের (দ্বিতীয় শ্রেণীর) ৩ (তিন)টি পদের যথা:- পরীক্ষক (৬৯টি), ফিল্ড অফিসার (৭৫টি) , পরিদর্শক (৭৫টি) সর্বমোট ১১০ জন কর্মকর্তার পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল ৯ম গ্রেডে উন্নীত হয়েছে। **বিএবি:** বিএবি'র ৩৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য বিএবিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে পূর্ববর্তী এক বছর কর্মকালের জন্য একটি মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রণোদনা হিসাবে প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। **বিএসএফআইসি:** বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এবং আওতাধীন মিল/প্রতিষ্ঠানে ২০১৫ সাল হতে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সমস্যার কারণে জনবল নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। সংস্থার অধীন মিল/প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান আর্থিক সংকট উত্তোরণ হলে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রণোদনা	**বিএসটিআই :** বিএসটিআইতেমেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমেকারিগরী ক্যাটাগরির১০ম ও ১১তম গ্রেডের (দ্বিতীয় শ্রেণীর) ৩ (তিন) টি পদ যথা:-পরীক্ষক-৬৯টি, ফিল্ড অফিসার- ৭৫টি, পরিদর্শক-৭৫টি পদের বেতন স্কেল ৯ম গ্রেডে উন্নীত করা হয়েছে। **বিএবি:** • বিষয়টিতে আর্থিক সংশ্লেষ থাকায় শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ১৮/০৩/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগে সম্মতির জন্য পত্র প্রেরণ করে। পরবর্তীতে ১৭/০৪/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগ থেকে প্রণোদনা প্রদান বিষয়ক কিছু তথ্য চাওয়া হয়। • গত ২২/০১/২০২০ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত বিস্তারিত তথ্যাদি শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক গত ১৯/০৩/২০২০ তারিখের ৩৮ নং স্মারকের মাধ্যমে এ বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। • বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য যৌক্তিকতাসহ পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **বিটাক:** • বিটাকের মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান বেতন কাঠামোর তুলনায় একধাপ উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে বিটাকের বিদ্যমান বেতন স্কেল আপগ্রেডের বিষয়টি ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। • বিটাকে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য নিজস্ব আয় হতে প্রতি বছর মূল বেতনের সমপরিমাণ অতিরিক্ত ২টি প্রণোদনা ভাতা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।	সকল দপ্তর/ সংস্থা

		হিসেবে প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।	**ডিপিডিটি:** সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা মোতাবেক কর্মপরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করা হলে সংশ্লিষ্ট শাখা হতে জানানো হয়েছে যে, ডিপিডিটিতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দৈনন্দিন রুটিন দায়িত্ব পালন করে থাকেন। রুটিন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্রদানের কোন সুযোগ নেই। **বিএসএফআইসি:** সংস্থার অধীন মিল/প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আপাতত পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।	
১১.	শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব দিতে হবে। **(নির্দেশনা নং-১১)** ২৪/৮/২০১৪খ্রি.	**বিসিক:** শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত দেশি ও বিদেশি মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ এবং ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **বিএসইসি:** সুনির্দিষ্ট মার্কেটিং কৌশলপত্র প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান। **এসএমই ফাউন্ডেশন:** ● জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ● আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ● SME Export & Internationalization (Jute, Leather, Handicrafts & Agro-Processing Sector) বিষয়ক কর্মসূচি আয়োজন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মেয়াদ: ০১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত।	**বিসিক:** ■ আগস্ট মাসে ভারতের নয়াদিল্লীর ওখলা ইন্ডাস্টিয়াল এস্টেটের এনএসআইসি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত 'India International Mega Trade Fair-2023' শীর্ষক প্রদর্শনীতে পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান করা হয়। ■ আগস্ট ২০২৩ মাসে বিসিকের উদ্যোগে কোন মেলা আয়োজিত হয়নি। ■ বিসিকের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল মাধ্যমে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও দেশ-বিদেশে বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে "বিসিক অনলাইন মার্কেট" (www.bscic-emarket.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে এবং একশপ, এটুআই এর উদ্যোগে প্ল্যাটফর্মটি পরিচালিত হচ্ছে। প্ল্যাটফর্মটিতে উদ্যোক্তা নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **বিএসইসি:** ১। গত ৪ জুলাই ২০২২ তারিখে ইস্টার্ন কেবলস লিমিটেড এর সাথে চীনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান চায়না ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএনটিআইসি) এর ৪২ লক্ষ মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানির জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির অনুকূলে ১০.৫০ লক্ষ মার্কিন ডলারের পণ্য গত ২১-১২-২০২২ তারিখে রপ্তানি করা হয়েছে। এছাড়া সিএনটিআইসি হতে ১০.৫০ লক্ষ মার্কিন ডলারের অর্ডার পাওয়া গেছে। ২। বিএসইসি'র বিভিন্ন কার্যক্রম প্রচারের নিমিত্ত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত মেলায় অংশগ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিএসইসি'র উৎপাদিত পণ্যের প্রচারের জন্য বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, টিভি চ্যানেল, সোস্যাল মিডিয়াসহ বিএসইসি'র ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **এসএমই ফাউন্ডেশন:** • 19th Malaysia International Halal Showcase কর্মসূচী আয়োজন প্রক্রিয়া চলমান, ১২-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, MITEC, Kuala Lumpur • 4th International Handicraft and Design Fair বিষয়ক কর্মসূচী আয়োজন প্রক্রিয়া চলমান, ০৫-০৮ অক্টোবর ২০২৩, ইস্তাম্বুল, টার্কি। • CBCCI Canada Trade Xpo 2023, বিষয়ক কর্মসূচী আয়োজন প্রক্রিয়া চলমান, ১৭-১৯ নভেম্বর ২০২৩, টরেন্টো, কানাডা।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসইসি/ বিএসএফআইসি

<table>
<tr>
<td>১২.</td>
<td>দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারি রাখা।

(নির্দেশনা নং-১২)
২০/৭/২০১৪খ্রি.</td>
<td>“ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির উপর ০৯-১২-২০২০ ও ১৪-১২-২০২০ তারিখে পিইসি সভা হয়। সভায় আলোচ্য প্রকল্প দ্রুত সমাপ্ত করে ঠাকুরগাঁও চিনিকলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্নাঙ্গ সম্ভাব্যতা পরীক্ষার (Feasibility study) করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
(প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২৩ পর্যন্ত)</td>
<td><u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>
• উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ‘ঠাকুরগাঁও চিনিকল আধুনিকীকরণ, উৎপাদন বহুমুখীকরণ ও বিট সুগার প্ল্যান্ট স্থাপনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা’ (প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: মে, ২০২৩ - জুন ২০২৪ পর্যন্ত) প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়।
• ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।
• পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয় অসম্মতি জ্ঞাপন করে।
• প্রকল্পটি আরএডিপি’তে অন্তর্ভূক্তির জন্য প্রস্তাব করা হলে তা অনুমোদিত হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য পূনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</td>
<td>বিএসএফআইসি</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩.</td>
<td>শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ।

(নির্দেশনা নং-১৩)
১২/৪/২০০৯ খ্রি.</td>
<td><u>বিসিআইসি</u> :
<table>
<tr><td>অনুমোদিত পদ</td><td>পুরণকৃত পদ</td><td>মোট শূন্য পদ</td></tr>
<tr><td>১২২৫৪</td><td>১০৭৮১</td><td>১৪৭৩</td></tr>
</table>
• পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ-৮৯০ জন এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদে-৫৮৩ টি;
• বিসিআইসি জনবলের শূন্যপদের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
<u>বিসিক</u> :
<table>
<tr><td>অনুমোদিত পদ</td><td>পুরণকৃত পদ</td><td>মোট শূন্য পদ</td></tr>
<tr><td>২৪১৪</td><td>১৪৪৯</td><td>৯৬৫</td></tr>
</table>
• বিসিকের জনবলের শূন্যপদের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</td>
<td><u>বিসিআইসি:</u>
শূন্যপদ পূরণে গৃহীত কার্যক্রম ও ফলপ্রসূ উল্লেখযোগ্য কাজ :
সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদের সংখ্যা (৩১ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত ৯ম গ্রেড ১০জন এবং ১০ম গ্রেড ৪৫জন)=৫৫জন+কর্মচারী ও শ্রমিক ৫২৮জন = ৫৮৩ জন।
(১) ৫৭ জন (৩য় থেকে ৬ষ্ঠ গ্রেড) উর্ধ্বতন টেকনিক্যাল (অপারেশন) কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম:
৩য় গ্রেডে টেকনিক্যাল ৩ (তিন) জন, ৪র্থ গ্রেডে টেকনিক্যাল ১৬ (ষোল) জন, ৫ম গ্রেডে টেকনিক্যাল ৮ (আট) জন ও ৬ষ্ঠ গ্রেডে টেকনিক্যাল ৩০ (ত্রিশ) জন মোট ৫৭ (সাতান্ন) জনের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান।
(২) ৬২ জন সহকারী শিক্ষক, মান-২ নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম:
১১ তম গ্রেডে ৬২ (বাষট্টি) জন শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান।
(৩) ৪৬ জন প্রভাষক/ প্রদর্শক/ শারীরিক শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম:
৯ম ও ১০ম গ্রেডে নন-টেকনিক্যাল-৪৬ (ছিচল্লিশ) জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ২৯/০৬/২০২৩খ্রি. তারিখে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ শেষ হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান।
(৪) কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম:
স্থায়ী কর্মচারী ও শ্রমিক (১৪৬০+২৯৮৬)= ৪৪৪৬ জন ও দৈনিক ভিত্তিক (No work no pay) এবং আনসার আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে মোট ৪১৬৩ জন (৪৪৪৬+৪১৬৩)= ৮৬০৯ জন নিয়োজিত আছে। মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা কর্মচারী ও শ্রমিক (৪২০২+ ৪৯৩৫)= ৯১৩৭ জন। খালি পদের সংখ্যা (৯১৩৭- ৮৬০৯)= ৫২৮ জন।
<u>বিসিক</u> :
• পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য প্রকৃত শূন্যপদ ২১৫টি ও অপূরণযোগ্য শূন্যপদ ৬১টি (অস্থায়ী পদোন্নতিযোগ্য শূন্যপদ) মোট পদোন্নতিযোগ্য শূন্যপদ (২১৫+৬১) = ২৭৬টি।
• সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য প্রকৃত শূন্যপদ ৫৯৩টি ও অপূরণযোগ্য শূন্যপদ ৯৬টি (১০% সংরক্ষণ)। মোট সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ (৫৯৩+৯৬) =৬৮৯টি
• মোট শূন্যপদ ৯৬৫টি এর মধ্যে প্রকৃত পূরণযোগ্য শূন্যপদ ৮০৮টি (৫৯৩টি সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য ও ২১৫টি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য) এবং অপূরণযোগ্য শূন্যপদ ১৫৭টি (১০% সংরক্ষণ হিসেবে ৯৬টি ও অস্থায়ী পদোন্নতিযোগ্য শূন্যপদ ৬১টি)।
সরাসরি ৫৮৭টি শূন্যপদ পূরণে গৃহীত কার্যক্রম:
১) ০২ আগস্ট ২০২২ তারিখ প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ৯ষ্ঠ-১০ম গ্রেডের ৮ ক্যাটাগরির ৯২টি শূন্যপদের নিয়োগের লক্ষ্যে প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ০৭-০৮.২০২৩ তারিখ শেষ হয়েছে। শীঘ্রই উপযুক্ত</td>
<td>শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা</td>
</tr>
</table>

প্রার্থীদের নিয়োগপত্র প্রদান করা হবে। ১১-২০তম ৮ ক্যাটাগরির ৮টি ক্যাটাগরির ৫৮টি শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে শীঘ্রই উপযুক্ত প্রার্থীদের নিয়োগপত্র প্রদান করা হবে।

২) শিল্প মন্ত্রণালয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ ৯ম-১৭তম গ্রেডের ২০ ক্যাটাগরির ৭০টি শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্র প্রদান করেন। ছাড়পত্রপ্রাপ্ত ৭০টি পদের মধ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন-এর চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ এ উল্লেখ নেই এমন ২৪টি পদ রয়েছে যার জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়নি। অবশিষ্ট ইতোমধ্যে ৩য়-২০তম গ্রেডের আরো ১৭৪টি পদ শূন্য রয়েছে। তবে শিল্প মন্ত্রণালয় ২৭.০২.২০২৩ তারিখের ৩৬.০০.০০০০.০৬৫.১১.০২৩. ২৩.৭৭ নং স্মারক পত্রে ছাড়পত্র প্রদানকৃত ৭০টি শূন্যপদে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করে।

৩) ১৬-২০ গ্রেডের ১৩ ক্যাটাগরি ২২৩টি শূন্যপদ আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে সেবা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

** পদোন্নতিযোগ্য ২১৫টি শূন্যপদ যোগ্য প্রার্থীপ্রাপ্তি সাপেক্ষে পূরণ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিটাক:

অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
৬৭৯	৫০০	১৭৯

বিটাক :

- রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ৭৮ (আটাত্তর) টি পদ সৃজনের মঞ্জুরী জ্ঞাপন করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বর্তমানে বিটাক-এর মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা ৬৭৯ এবং শূন্য পদের সংখ্যা ১৭০টি।
- ১৭৯ টি শূন্য পদের মধ্যে ৪১টি সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ এবং ১৩৮টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য।
- বিটাকের ৯টি ক্যাটাগরীতে ৪১টি পদে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে গত ০৭-০৪-২০২৩ তারিখের দৈনিক প্রথম আলো এবং ১০-০৪-২০২৩ তারিখের The Financial Express পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১১-০৫-২০২৩ তারিখে আবেদন জমা দেয়ার শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়। লিখিত ও ব্যাবহারিক পরীক্ষার জন্য ভেন্যু নির্ধারণ করার কার্যক্রম চলছে।

ডিপিডিটি :

অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
১১২	৬৬	৪৬

ডিপিডিটি :

- পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ ১১টি এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ ৩৪টি;
- ১ম শ্রেণির ১১টি পদ পূরণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিপিএসসিতে চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ছাড়পত্রপ্রাপ্ত ২৪(চব্বিশ)টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের লক্ষ্যে ডিপিসি’র সভা গত ১৬/০২/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিএসটিআই :

অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
৮৩২	৪৮১	৩৫১

- বিএসটিআই’র শূন্যপদ পূরণের বিষয়টি চলমান।

বিএসটিআই :

- বিএসটিআই’র শূন্যপদে জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম চলমান। ইতোমধ্যে বিভিন্ন গ্রেড ও ক্যাটগরির ১১৬জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ১৩, ১৪, ১৬ ও ২০তম গ্রেডে ৪০টি পদে কর্মচারী নিয়োগের জন্য কার্যক্রম চলছে। এছাড়া, ৯ম গ্রেডের ৬১টি পদে কর্মকর্তা নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্রের কার্যক্রম চলমান আছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন গ্রেডের পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদে বিধি অনুযায়ী পদোন্নতি চলমান রয়েছে।

বিএসইসি :

অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
১,২৫৪	৬৩১	৬২৩

- কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিএসইসি :

ক) কর্মকর্তা নিয়োগ:

বিএসইসি প্রধান কার্যালয় ও এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহে সাম্প্রতিক সময়ে সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদের বিপরীতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মহাব্যবস্থাপক/সমমান পদে এবং চিকিৎসা কর্মকর্তাসহ মোট ১৪টি (মহাব্যবস্থাপক/সমমান-১০, উপ-প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা-১, চিকিৎসা কর্মকর্তা-২ এবং সহকারী চিকিৎসা কর্মকর্তা-১) পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ার আবেদনপত্র গ্রহণ করা

বিএবি:

অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
৩৭	১৩	২৪

- পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ-২টি; সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ-৫টি;

বিআইএম:

অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
১৬০	৯৫	৬৫

- মোট কর্মরত পদ সংখ্যা-৯৬টি এর মধ্যে কর্মকর্তা-৩৩ জন এবং কর্মচারী-৬৩ জন।
- মোট শূন্য পদ ৬৪টি এর মধ্যে কর্মকর্তা-৩০টি এবং কর্মচারী-৩৪টি পদ।

এনপিও :

অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
৯৯	৪২	৫৭

- পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ ৩টি এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ ৫৪টি;

হয়েছে। বিএসইসি'র বোর্ড কর্তৃক "নিয়োগ ও পদোন্নতি বাছাই কমিটি" পুনর্গঠনপূর্বক আবেদনপত্রসমূহ পরবর্তী বাছাই কার্যক্রম শুরু হবে।

খ) কর্মচারী নিয়োগ:

বিএসইসি প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর শূন্যপদসমূহের বিপরীতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের লক্ষ্যে বিএসইসি কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা-২০২১ চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান।

গ) পদোন্নতি:

বিএসইসি প্রধান কার্যালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোর অনুমোদিত শূন্য পদে যারা পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাদের পদোন্নতির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২। i) সাংগাঠনিক কাঠামো সংক্রান্তঃ

বিএসইসি'র সাংগাঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ii) প্রবিধানমালা সংক্রান্তঃ

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা-২০২১ চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিএবি:

বিএবি'র শূন্যপদে জনবল নিয়োগের জন্য গত ২৭/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে দৈনিক কালের কন্ঠ ও দি ডেইলী অবজারভার প্রত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ছিল ২৮/০৪/২০২২ খ্রি: পর্যন্ত। বিএবি'র নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ পরিপত্র অনুযায়ী ইতঃপূর্বে বিএবি'র গঠিত কমিটি পুন:গঠন করে তা সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া নবসৃজিত ১৭ টি পদের নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনের বিষয়টি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিআইএম:

- ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৭ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়। যার মধ্যে ২১ জন কর্মচারী যোগদান করেন।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়।
- এছাড়াও ৬৪টি শূন্য পদের মধ্যে ২৬টি পদ পদোন্নতি যোগ্য ও ৪টি পদ সংরক্ষিত। ২০টি পদে পর্যাপ্ত আবেদন না পাওয়ায় নতুন ৪টি শূন্যপদসহ মোট ২৪টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ০৯/০১/২০২৩ তারিখে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এনপিও :

- বর্তমানে ৯ম গ্রেডের ২টি পদ শূন্য। সরাসরি নিয়োগযোগ্য উক্ত পদ ২টি পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে।
- ৯ম গ্রেডের ২টি, ১১-২০তম গ্রেডের মোট ২০টি পদের মধ্যে ১৫টি শূন্য পদ পুরণের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে।
- ২০তম গ্রেডের অফিস সহায়ক পদে ৩ জন কর্মচারীর অবসর জনিত কারণে পদ ৩টি শূন্য হয় । পদ ৩টি সরাসরি পূরণযোগ্য। শূন্যপদ ৩টি পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে।
- নিরাপত্তা প্রহরীর ২টি পদ আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য।
- অবশিষ্ট ৩৩ টি শূন্য পদ নতুন নিয়োগবিধি চূড়ান্ত হওয়ার পর নিয়োগ দেয়া হবে।

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<u>প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়:</u>
<table>
<tr><td>অনুমোদিত পদ</td><td>পুরণকৃত পদ</td><td>মোট শূন্য পদ</td></tr>
<tr><td>১৪৬</td><td>১০৩</td><td>৪৩</td></tr>
</table>
<u>এসএমই ফাউন্ডেশন:</u>
<table>
<tr><td>অনুমোদিত পদ</td><td>পুরণকৃত পদ</td><td>মোট শূন্য পদ</td></tr>
<tr><td>১৫৩</td><td>৭৬</td><td>৭৭</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<u>প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়:</u>

শূন্য ৪৩টি পদগুলি হচ্ছে গ্রেড-৬ এর ২টি পদ, গ্রেড-৯ এর ৮টি পদ, গ্রেড-১৩-১৬ এর ২৬টি পদ এবং গ্রেড-২০ এর ৭টি পদ।
"বয়লার পরিদর্শক" (গ্রেড-৯) এর ৫টি শূন্য পদ পূরণের নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক গত ২৯/১১/২০২২ তারিখ বিজ্ঞপ্তি জারি করা এবং গত ০৬/০৮/২০২৩ তারিখ লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
গ্রেড-৯ এর আরও ৩টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্ত গত ২৭/০২/২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
গত ৩১/০৩/২০২৩ তারিখ ১২ টি শূন্য পদের জন্য ০২ টি দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগত সহকারী (গ্রেড-১৪) এর ১টি শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

<u>এসএমই ফাউন্ডেশন:</u>

নতুন যোগদানকৃত ১০ জন সহকারী ব্যবস্থাপকদের জন্য অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৪.</td>
<td>
সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথা- জীপগাড়ি, ট্রান্সফরমার, ক্যাবল ও ট্রাক্টর ব্যবহার।
(নির্দেশনা নং-১৪)
১২/৪/২০০৯খ্রি.
</td>
<td>
<u>বিএসইসি :</u>
বিএসইসি'র শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং ল্যাম্প (সিএফএল), বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবলস ও কপার ওয়্যারস, মিৎসুবিসি পাজেরো কিউএক্স জীপ, ডাবল কেবিন পিক-আপ ইত্যাদি ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংস্থা/সরকারি দপ্তরে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হচ্ছে।
<u>বিএসএফআইসি:</u>

আখ উৎপাদনে ব্যবহৃত সার বিএডিসি এবং বিসিআইসি থেকে ক্রয় করে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।
চিনিকলে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশসমূহ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান রেণউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লি., বিটাক (ঢাকা, খুলনা) ও খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে তৈরি/মেরামত করা হয়।
নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি . থেকে গাড়ি ক্রয়ের নির্দেশনা দেয়া আছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

</td>
<td>
<u>বিএসইসি :</u>

বিএসইসি'র অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড (জিইএমকো) ও নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) এর মধ্যে ৮২৫টি ২৫০ কেভিএ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার এর বিক্রয় চুক্তি বিএসইসি'র সভাকক্ষে ১৮-০৭-২০২২ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে চুক্তির অনুকূলে ২৭৫টি ট্রান্সফরমার সরবরাহ করা হয়েছে।
বিএসইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান (ডেসা, ডেসকো, বিআরইবি, বিপিডিবি, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার কোম্পানি, ওয়াসা, গ্যাস কোম্পানি ইত্যাদি) এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

<u>বিএসএফআইসি:</u>
বিএসএফআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া আছে।
<u>বিটাক:</u>
নির্দেশ অনুসারে সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান-এর প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী বিটাক ক্রয় করছে।
</td>
<td>শিল্প মন্ত্রণালয়/
বিএসইসি ও অন্যান্য দপ্তর/
সংস্থা</td>
</tr>
</table>

১৫.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ। **(নির্দেশনা নং-১৮)** ১২/৪/২০০৯খ্রি.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই'র মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	**কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে গৃহিত কার্যক্রম:** ● বিএসটিআই'র কার্যক্রম কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। তবে বিএসটিআই'র কার্যক্রম কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে প্রসেস ফুডের মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। বিএসটিআই মানসনদের আওতাভুক্ত বাধ্যতামুলক ২৩৯ টি পণ্যের মধ্যে কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যসহ (বাটার, কনডেন্সড মিল্ক, হানি, চকোলেট, আইসক্রিম, চানাচুর, কেক ইত্যাদি) মোট পণ্যের সংখ্যা ৮৮টি। যার মধ্যে কৃষিপণ্য ৮টি ও খাদ্যজাত পণ্য ৮০টি। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় গত আগস্ট, ২০২৩ মাসে বিএসটিআই গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ: ● কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের উৎপাদনকারী, বিক্রয়কারী ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা: ৬৯ ● কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের উৎপাদনকারী, বিক্রয়কারী ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের সংখ্যা: ৮৩টি ● কৃষিজাত ও খাদ্যজাত পণ্যের উৎপাদনকারী, বিক্রয়কারী ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জরিমানা আদায়ের পরিমাণ: মোট ৩১.৭২ লক্ষ টাকা। ● কারখানা সীলগালা-০২টি, বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান-০টি। ◻ মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সকল উৎপাদক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করার লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় এবং ভোক্তা সাধারণের জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএসটিআইয়ের জরুরি সেবা কার্যক্রম এবং দেশী ও আমদানিকৃত পন্যের নমুণা সংগ্রহ, পরীক্ষন ও কিউআর কোড সম্বলিত লাইসেন্স/ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।	বিএসটিআই
১৬.	বন্ধঘোষিত কল কারখানা পুনঃচালুকরণ। **(নির্দেশনা নং-১৯)** ১২/৪/২০০৯খ্রি.	**বাংলাদেশ ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা।** ● মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২৬ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে 'জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID)' এর সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় ঢাকার মিরপুরস্থ BISFL কে অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ● উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিজয়পুরস্থ সাদামাটি প্রকল্পের উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করতঃ বর্তমান বাজার চাহিদার আলোকে গাজীপুরের খিলগাঁও নারায়নকূল মৌজায় প্রায় ৪২ একর জমি নির্ধারণ করা হয়েছে।	● চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. পুনরায় চালুকরণ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি নির্দেশনা ক্রমিক নং ৮(২)-এ বর্ণনা করা হয়েছে। ● খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. পুনরায় চালুকরণ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি নির্দেশনা ক্রমিক নং ৬-(১)-এ বর্ণনা করা হয়েছে। ● ঢাকা লেদার কো. লি. পুনরায় চালুকরণ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি নির্দেশনা ক্রমিক নং ৮(৫)-এ বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লি.(বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২৬ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে 'জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID)' এর সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় ঢাকার মিরপুরস্থ BISFL কে অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিজয়পুরস্থ সাদামাটি সংগ্রহ সমস্যা সমাধান করতঃ বর্তমান বাজার চাহিদার আলোকে গাজীপুরের খিলগাঁও নারায়ণকূল মৌজায় প্রায় ৪২ একর জমিতে কারখানাটি স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু বিজয়পুর থেকে সাদামাটি সংগ্রহজনিত সমস্যা ও পরিবেশগত আপত্তিজনিত মামলার কারণে কারখানা স্থানান্তর কার্যক্রম অগ্রসর সম্ভব হচ্ছে না।	বিসিআইসি

১৭.	চিনি আমদানি : বিএসএফআইসি বেসরকারী খাতের পাশাপাশি চিনি আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করবে। **নির্দেশনা নং-২০)** ১২/০৪/২০০৯	সরকারের নির্দেশনায় ২৮-০৯-২০১৭ এবং ১২-১১-২০১৭ তারিখের চুক্তি অনুযায়ী অনুমোদিত ১ লক্ষ (±১০%) মে.টন চিনি আমদানির বিপরীতে ১০৭৮৯২.১৫০ মে.টন চিনি আমদানি করা হয়। ইতোমধ্যে ১০৭৮৯২.১৫০ মে.টন বিক্রয় হয়েছে।	নির্দেশনা ইতোমধ্যে প্রতিপালন হয়ে গিয়েছে বিবেচনায় এ প্যারাটি পরবর্তী প্রতিবেদনে উল্লেখ না করার অনুমতি চাওয়া হলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৮-১০-২০২০ তারিখের অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তে বিষয়টি বাস্তবায়িত হিসেবে গণ্য করে চলমান তালিকা থেকে বাদ দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে পত্র মারফত অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কোন নির্দেশনা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।	বিএসএফআইসি
১৮.	চিনিকলে পাওয়ার জেনারেশনের ব্যবস্থা করা। **(নির্দেশনা নং-২১)** ১২/০৪/২০০৯	"নর্থবেঙ্গাল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে ০৩-০১-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচ্য প্রকল্প দুত সমাপ্ত করে নর্থবেঙ্গাল চিনিকলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্নাঙ্গ সম্ভাব্যতা পরীক্ষা (Feasibility study) করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **'নর্থবেঙ্গাল চিনিকল আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন বহুমুখীকরণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা' (প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮৯১.০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: এপ্রিল ২০২৩- জুন ২০২৪ পর্যন্ত) প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়।**	পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমীক্ষা প্রস্তাব পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে ০৪ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্প নিয়ে ১৮-০১-২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটির পুনর্গঠিত প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশন উক্ত প্রকল্পের মোট ব্যয় হ্রাস করা যায় কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৭-২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই করলে প্রকল্প ব্যয় কমানো সম্ভব কিনা তা যাচাইকরণের নিমিত্ত বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বিএসএফআইসি
১৯.	র-সুগার আমদানি **(নির্দেশনা নং-২২)** ১২/৪/২০০৯খ্রি.	"ঠাকুরগাও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)" এবং "নর্থবেঙ্গাল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের সাথে রিফাইন্ড সুগার উৎপাদনের পরিকল্পনা ছিল । তবে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী বর্ণিত প্রকল্পদ্বয়ের কার্যক্রম অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করে নতুন ভাবে ঠাকুরগাঁও ও নর্থবেঙ্গাল চিনিকলে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।	• উক্ত সমীক্ষা প্রকল্পে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে করা হয়। পরবর্তীতে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব পুনর্গঠন করে 'ঠাকুরগাঁও চিনিকল আধুনিকীকরণ, উৎপাদন বহুমুখীকরণ ও বিট সুগার প্ল্যান্ট স্থাপনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা' প্রকল্প প্রস্তাব ২৮-০৩-২০২২ তারিখে এবং 'নর্থবেঙ্গাল চিনিকল আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন বহুমুখীকরণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা' প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। • প্রকল্পদ্বয়ের ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব দুইটি পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১০-০৪-২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে পত্র প্রেরণ করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অসম্মতি জ্ঞাপন করে পত্র প্রেরণ করে। পুনরায় প্রকল্পটি আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব করা হলে তা অনুমোদিত হয়েছে। নর্থবেঙ্গাল চিনিকলের প্রকল্প প্রস্তাব নিয়ে ২২-০৫-২০২২ তারিখের পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমীক্ষা প্রস্তাব পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে ০৪ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প নিয়ে ১৮-০১-২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটির পুনর্গঠিত প্রস্তাব চলমান রয়েছে।	বিএসএফআইসি
২০.	রুগ্ন শিল্পের পুনর্বাসন **(নির্দেশনা নং-২৩)** ১২/৪/২০০৯খ্রি.	প্রকৃত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরুপন ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	• গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি গবেষণা প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় বিআইএম-কে কার্যাদেশ প্রদান করেন এবং ২৯ জুন ২০২২ তারিখে অগ্রিম (৭০%) অর্থ প্রদান করেন। • গবেষণা কার্যক্রম চলমান। নভেম্বর-ডিসেম্বর/২০২২ মেয়াদে এ সংক্রান্ত ফিল্ড ভিজিট সম্পন্ন করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর-২০২৩ এর মধ্যে গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিআইএম।

২১.	“রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে” **(নির্দেশনা নং-২৪)** ২২/০৫/২০১৮	**বিএসএফআইসি:** ➢ বিএসএফআইসি’র কোন শিল্প কারখানা রুগ্ন শিল্প হিসেবে ঘোষিত হয়নি। **বিসিক:** রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন এবং রুগ্ন শিল্প ইউনিট চালু করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।	**বিএসএফআইসি:** ➢ রংপুর চিনিকলের সাহেবগঞ্জ খামারের ৪৫০ একর জমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে বেপজাকে হস্তান্তরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **বিসিক:** ▪ বিসিকের ৮২ টি শিল্পনগরীতে ১১,০১৯ টি শিল্পপ্লট ৬,০১৮ টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট ৪,৫৩৩টি, বাস্তবায়নাধীন ১,০১২ টি, রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিট ৪৭৩ টি। ▪ আগস্ট ২০২৩ মাসে বিসিক শিল্পনগরী সাতক্ষীরাতে-০৪, টংগীতে-০২, কোনাবাড়িতে-০১টি, ও লালমনিরহাটে-০২টি; সর্বমোট=০৯ টি শিল্প ইউনিট চালু হয়েছে। ▪ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১২টি শিল্প ইউনিট চালু হয়েছে। ▪ রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিট চালু করণের জন্য বিসিক হতে নিয়মিত তাগাদা দেয়া হচ্ছে। জেলা প্লট বরাদ্দ কমিটির সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হচ্ছে।	বিসিক/ বিএসএফআইসি
২২.	আখের বিকল্প হিসেবে সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় সুগার বিট বীজ সরবরাহ করবে। সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া গেলে চিনিকলগুলি সারা বছর পরিচালনা করা সম্ভব হবে। **(নির্দেশনা নং-২৫)** ২২/৫/২০১৮ খ্রি.	উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে “ঠাকুরগাও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগারবিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন” শীর্ষক প্রকল্পে বিট থেকে চিনি উৎপাদনের জন্য প্লান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল। তবে উক্ত প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি’র পিইসি সভায় বর্তমান অবস্থায় প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণার সুপারিশ করা হয় এবং ঠাকুরগাঁও চিনিকলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য পূর্নাঙ্গ সম্ভাব্যতা পরীক্ষা (Feasibility study) সম্পন্ন করবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	➢ উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ‘ঠাকুরগাঁও চিনিকল আধুনিকীকরণ, উৎপাদন বহুমুখীকরণ ও বিট সুগার প্ল্যান্ট স্থাপনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ’ (প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: মে ২০২৩ - জুন ২০২৪ পর্যন্ত) প্রকল্প প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে ১০-০৬-২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয় । পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১০-০৪-২০২২ তারিখে প্রথমে পরিকল্পনা কমিশনে এবং পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগ অসম্মতি জ্ঞাপন করে । পরবর্তীতে পুনরায় প্রকল্পটি আরএডিপি’তে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব করা হলে তা অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য ২৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন মতামত পাওয়া যায়নি। ➢ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতির বিষয়ে অনুষ্ঠিত ২২-০৬-২০২৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদনের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত আছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility study) এর কার্যক্রম শুরু হয়নি। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্নাঙ্গ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility study) দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। ➢ উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে মূল প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে বিট হতে চিনি উৎপাদন কার্যক্রম চলবে।	বিএসএফআইসি
২৩.	রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরও ২টি চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন। **(নির্দেশনা নং-২৬)** ০৭/১১/২০১৭	● মিরসরাই বেজা হতে জমি না পাওয়ায় মিরসরাইতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন পূর্ব ইছাখালী ও পশ্চিম ইছাখালী মৌজায় ‘বিসিক লেদার এন্ড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক , মিরসরাই, চট্টগ্রাম’ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ● রাজশাহীতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল না থাকায় রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন স্বরূপনগর ও ভরুয়াপাড়া মৌজায় ১২৪.২১০১ একর জমিতে “বিসিক লেদার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাজশাহী” স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	**বিসিক লেদার এন্ড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক, মিরসরাই, চট্টগ্রাম** • মিরসরাই বেজা হতে জমি বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে বেজা থেকে জানানো হয় যে, জমি বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব নয়। • এ পরিপ্রেক্ষিতে বিসিকের শিল্প পার্ক স্থাপনের নিমিত্ত বেজা বাদে অন্যত্র জমি অধিগ্রহণে অনাপত্তিপত্র পাওয়া গেছে। • ১০০.০০ একর জমি অধিগ্রহণের ব্যয় প্রাক্কলনসহ সম্মতি চেয়ে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।	বিসিক

			"বিসিক লেদার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাজশাহী" শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্প • ১৮/১০/২০২০ তারিখে যাচাই কমিটির গঠন করা হয়েছে। • সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী CETP স্থাপনের সম্ভাব্যতা, পানির উৎস, শিল্প নগরীতে ব্যবহৃত পানি পরিবেশ সম্মতভাবে ডিসচার্জ করার পর্যাপ্ত সুবিধা, গ্যাসের প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলো যাচাইকরণের নিমিত্ত ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। • কমিটির সুপারিশের আলোকে রাজশাহী- নওগাঁ/রাজশাহী- নাটোর মহাসড়কের পাশে ৫০০ একর জমি বরাদ্দের সম্মতিপত্রের জন্য জেলা প্রশাসক রাজশাহী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে জেলা প্রশাসন থেকে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন স্বরূপনগর ও ভরুয়াপাড়া মৌজায় মাত্র ১২৪.২১০১ একর জমির মূল্যসহ সম্মতিপত্র পাওয়া গেছে। • প্রকল্প এলাকার লে-আউট ডিজাইন, ড্রইং এবং পূর্তকাজের প্রাক্কলনের জন্য প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ চলমান আছে।	
২৪.	সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ। **(নির্দেশনা নং-২৭)** ০৬/১১/২০১৮	বিদ্যমান চামড়া শিল্পনগরী সংলগ্ন এলাকায় আরও ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে "বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা রাখা হবে।	• 'বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপিতে চামড়া শিল্পনগরীর শ্রমিকদের জন্য আবাসনের সংস্থান (৬.৫৯ একর জায়গা) রাখা হয়েছে। প্রকল্পের উপর ০৭-০৪-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। • পিইসি সভার কার্যবিবরণীর ৬.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক, কারিগরি ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য একটি কারিগরি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। নিজস্ব অর্থায়নে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। • গত ১৪-০৬-২০২৩ তারিখ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের সুপারিশের আলোকে 'বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করা হবে। • এছাড়াও জমি প্রাপ্তির অনাপত্তি প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর ০২-০৯-২০২১, ১১-০৫-২০২২ এবং ১১-১২-২০২২ তারিখে ৩টি পত্র প্রেরণ করা হয়। জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও সহকারি কমিশনার (ভূমি), কেরানিগঞ্জের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।	বিসিক
২৫.	চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ। **(নির্দেশনা নং-২৮)** ০৬/১১/২০১৮	এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	•"বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা" তে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি লেদার ইনস্টিটিউট করার প্রস্তাব করা হয়েছে । এজন্য শিল্প নগরীতে ২.৪১ একর জায়গার সংস্থান রাখা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হবে। • এছাড়া প্রতিবছর পশু কোরবানির সময় জেলা প্রশাসক ও বিসিক অফিসের মাধ্যমে চা মড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে লিফলেট, পোস্টার এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।	বিসিক

বাস্তবায়িত প্রতিশ্রুতিসমূহ:

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৭
০১.	রাজশাহী বিসিক শিল্পন গরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা।	২৪/১১/২০১১ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০২.	বরগুনায় বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন।	০৬/৫/২০১০ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত

বাস্তবায়িত নির্দেশনাসমূহ:

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৭
০১.	জেলা ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্ভাবনা চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।	১৮/১০/২০১৬ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০২.	প্রতিটি বিসিক শিল্প এলাকায় একটি জলাধার/লেক/পুকুর/খালের সংস্থান রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়।	০১/১২/২০১৫ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৩.	"দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অধিক সংখ্যায় স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।"	০৫/৩/২০১৮ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৪.	যেসব জমি অনুর্বর অথবা ফসল কম হয় সে সব জমি শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা ও দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।	১৮/০৯/২০১৪ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৫.	শ্রমঘন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্বারোপ, শিল্পনীতিতে সহায়ক সুযোগ রাখা এবং শিক্ষিত জাতির কর্মসংস্থানে শিল্পের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয়কে দায়িত্বপালন করতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৬.	শিল্পের মালিকানা সরকারি,বেসরকারি, যৌথ এ তিন প্রকার হতে হবে, বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পকে সহায়তার পাশাপাশি তাদের পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।			-	বাস্তবায়িত
০৭.	মার্কেট এক্সেস এন্ড ট্রেড ফেসিলেটেশন সাপোর্ট ফর সাউথ এশিয়ান এলডিসি থ্রু স্ট্রেংদেনিং ইন্সটিটিউশনাল এন্ড ন্যাশনাল ক্যাপাসিটিজ রিলেটেড টু স্ট্যান্ডার্ডস, মেট্রোলজি, টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি ফেজ-২।			-	বাস্তবায়িত
০৮.	মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থ্রু প্রোকিউরমেন্ট অব সফস্টিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরিজ ফর এ্যাক্রিডিটেশন।			-	বাস্তবায়িত
০৯.	নবসৃষ্ট এক্রিডিটেশন বোর্ডের নিয়োগ বিধি চূড়ান্তকরণ ও জনবল নিয়োগ।			-	বাস্তবায়িত
১০.	এটলাস বাংলাদেশ লি. এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি চালিত গাড়ি উৎপাদন।			-	বাস্তবায়িত
১১.	বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সাটিফিকেটকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করা।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত

১২.	বিটাক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিল্পে ব্যবহার।			-	বাস্তবায়িত
১৩.	হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি।			-	বাস্তবায়িত
১৪.	বিটাক বগুড়া প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
১৫.	মঙ্গা এলাকায় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিসিক বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
১৬.	রাষ্ট্রায়ত্ব ২টি কারখানা পরিচ্ছন্নকরণ ও শিল্প পার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা করণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১৭.	"শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি." এবং "নর্থও-য়েস্ট ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি." শীর্ষক প্রকল্পদ্বয় গ্রহণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১৮.	চিনিকলসমূহে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৭(সাত) টি চিনিকলের পুরাতন সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপন করা।			-	বাস্তবায়িত
১৯.	বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি. (সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
২০.	কেরুজ সুগার মিলে (ডিস্টিলারিতে) প্রেসমাড হতে অর্গানিক জৈবসার উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।			-	বাস্তবায়িত
২১.	বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত
২২.	সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ণ প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত
২৩.	Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Standards & Labeling (BRESL).			-	বাস্তবায়িত
২৪.	কারখানার শ্রমিকদের চাকরির বয়স বৃদ্ধিকরণ।			-	বাস্তবায়িত
২৫.	নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন পদক্ষেপ গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত
২৬.	ডিএপি সার ব্যবহারে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এ সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত
২৭.	ফুড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত
২৮.	আখ চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ।			-	বাস্তবায়িত
২৯.	চিনিকলের অব্যবহৃত জমি লীজ প্রদান।			-	বাস্তবায়িত
৩০.	রংপুরে শতরঞ্জি শিল্পের বিকাশের জন্য নিশবেতগঞ্জে শতরঞ্জি পল্লী স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত
৩১.	জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০।			-	বাস্তবায়িত
৩২.	Modernization & Strengthening of BSTI (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন)			-	বাস্তবায়িত
৩৩.	মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmacuticals Ingredients (API) শিল্পপার্ক স্থাপন।	১২/৪/২০০৯খ্রি.			বাস্তবায়িত
৩৪.	চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ।	১২/৪/২০০৯খ্রি.			বাস্তবায়িত
৩৫.	বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)	১২/৪/২০০৯খ্রি.			বাস্তবায়িত